কুষ্টিয়া সিটি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

বেঁচে থাকার জন্য শক্তি নয়, মেধার চর্চা করতে হবে বলে জানিয়েছেন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ও রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম।

কুষ্টিয়ার এই সিটি কলেজ এতো সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা কেবল এই প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে সম্ভব হয়েছে। মেধার চর্চা করেই এই সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মানবিক হয়ে উঠতে হবে।

রবিবার সকালে কুষ্টিয়া সিটি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি সব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আর এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে তার মনুষ্যত্ব, বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তি। তবে পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র জীব, যাদের ক্রমাগত অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। শিক্ষা মানুষকে এ কাজে সহায়তা করে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ আন্তাজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সহকারী অধ্যাপক আসাদুল হকের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ মতিয়ার রহমান মজনু, কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ওবায়দুর রহমান, কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাসাবুল ইসলাম, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহিত কুমার বিশ্বাস, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমোশন অফিসার ইমাম মেহেদী, রোটারীয়ান এ্যাড. মোসাদ্দেক আলী মনি প্রমুখ।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সামিউর রহমান এবং দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী রাজীব হোসাইন, মুসাব্বির আহমেদ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আবদুস সামাদ।

এসময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে। মাদক

থেকে দূরে থাকতে হবে, মেধা মননশীলতায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে দক্ষ হয়ে মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

তাই শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে তারা শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান। এছাড়া আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ মুলক বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেন অতিথিবৃন্দ।

পরে কলেজের দুই শিক্ষার্থী রুশনা খাতুন ও যুথী খাতুনের সড়ক দূর্ঘটনায় অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।